

Date : 02-02-2017

Enclosed is the news clipping of 'Bartaman', a Bengali daily dated 2nd Feb, 2017, the news item is captioned 'বারুইপুর হাসপাতালে রোগিনীর শ্রীলতাহানিতে রুট স্পিকার'

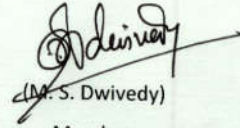
S.P. 24 Parganas (South) is directed to furnish a detailed report by 6th March, 2017 enclosing thereto :-

- copy of FIR lodged by Superintendent of Baruipur Hospital
- statement of the victim patient
- address and particulars of the victim patient.



(Justice Girish Chandra Gupta)

Chairperson



(M. S. Dwivedy)

Member



বারুইপুর হাসপাতালে রোগিনীর শ্রীলতাহানিতে রুষ্ঠ স্পিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কড়া নজরদারি এড়িয়ে রোগীদের কেবিনে বহিরাগত অচেনা লোক ঢুকে যাওয়ায় সেখানকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এমন ঘটনায় রোগী ও তাঁদের বাড়ির সদস্যরাও আতঙ্কিত। উদ্বিগ্ন বিধানসভার স্পিকার তথা বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি তাঁর নজরে যাওয়ার পরই তিনি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে যান। এ ধরনের গাফিলতির জন্য কৈফিয়ত চান তিনি। নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্তদের ধমক দেন। তারপরই নড়েচড়ে বসেছে বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্তরা। সিদ্ধান্ত হয়েছে, হাসপাতালের কর্মচারী, চিকিৎসক, নার্স ছাড়াও পরিষেবার সঙ্গে যুক্তদের জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র করে দেওয়া হবে। এছাড়াও হাসপাতালের ভিতরে নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গাতে গোপন ক্যামেরাও বসানোর জন্য স্বাস্থ্যভবনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

গত ১৫ জানুয়ারি রাতে বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের তিনতলায় এক রোগিনী কেবিনে চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি ঢোকে। রোগিনীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করে। তাঁর গায়ে হাত দেওয়ার পরই তিনি প্রতিবাদ করেন। ওই ব্যক্তি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ওই হাসপাতালে রোগিনীর এক আত্মীয় কাজ করেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি বিষয়টি হাসপাতাল সুপার জয়া বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান। তাতে হইচই পড়ে যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের ঢোকান সিঁসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে। তাতে দেখা যায়, ১৫ জানুয়ারি সকালের দিকে একজন অচেনা ব্যক্তি হাসপাতালে ঢুকেছিল। সেই একই ব্যক্তিকে রাত ৯টার

সময় নিরাপত্তার চোখ এড়িয়ে হাসপাতালের ভিতর ফের ঢুকতে দেখা যাচ্ছে। রোগিনী সেই ছবি দেখে চিনতে পারেন।

হাসপাতাল সুপারসহ চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, এমন কোনও ব্যক্তি এখানে কাজ করেন না। এরপরই গত ১৮ জানুয়ারি রোগীর শ্রীলতাহানির বিষয়টি নিয়ে বারুইপুর থানায় অভিযোগ করেন হাসপাতাল সুপার। এই ঘটনার পর হাসপাতালের নিরাপত্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুধু তাই নয়, যদি ধরেই নেওয়া হয় বহিরাগত ওই ব্যক্তি সকালের দিকে ভিড়ের মধ্যে নজর এড়িয়ে হাসপাতালের ভিতর ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু রাত সাড়ে আটটার পর কীভাবে নজর এড়িয়ে ঢুকে গেল? সে সময় কোনও ভিডও ছিল না? হাসপাতাল সুপার জয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এ নিয়ে নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্তদের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। পুলিশও এ নিয়ে অনেককে ডেকেছে। তবে এখনও ওই ব্যক্তিকে ধরা যায়নি।

পুলিশ তদন্ত করে কী পেল সেই রিপোর্ট আমাদের দেয়নি। সেই অপেক্ষায় রয়েছি। তিনি জানান, ওই ঘটনার পরিশ্রেক্ষিতে বিধায়কের সঙ্গে কথা বলে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরোটাই ঢেলে সাজানোর বিষয়ে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বারুইপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালের ওই সিঁসিটিভির ফুটেজ দেখে ওই ব্যক্তির তল্লাশি চলছে। যদিও এখনও কোনও হদিশ মেলেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, ফুটেজে ছবিটা একটু অস্পষ্ট। তাই ওই ব্যক্তির ছবি আঁকা হয়েছে। বিভিন্ন থানায় সেই ছবি পাঠানো হয়েছে। আশা করছি বেশিদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে না।